দৈনিক বাংলা

তারিখ 28.8.79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2



# টেকসটাইল ছাত্রদের হোস্টেল সমস্যা

বাংলাদেশে পাট এবং বস্ত্র এই দুই বৃহৎ শিল্পের জন্যে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ অব টেকসটাইল টেকনোলজী বর্তমান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে নানা রকম টালবাহানার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে হয়রানি করা হয়। এই সব বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে বর্তমানে হোস্টেল সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্যে আজ পর্যন্ত হোস্টেলের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ প্রায় সব ছাত্রই ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত। দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের দয়ার উপর বর্তমানে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ডাবলিং, ট্রেবলিং করে থাকতে হচ্ছে। ৪ আসনবিশিষ্ট প্রতিটি কক্ষে বর্তমানে ৮ থেকে ১০ জন করে ছাত্র থাকছে। ডিগ্রী কোর্স চালু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে) করার সাথে সাথে হোস্টেলের সিট সংখ্যাও বাড়ানো উচিত ছিলো। কিন্তু ডিগ্রী কোর্স চালু হওয়ার এক বৎসর পরও আজ পর্যন্ত হোস্টেলে সিট সংখ্যা বাড়ানো বা ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার কোন সমাধান করা হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আজ এক অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন বর্তমানে কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের খালি হোস্টেলটিতে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে জরুরী ভিত্তিতে মূল হোস্টেলটি 'ই' টাইপে পরিণত করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।

রতন ইয়াজদানী
মতিঝিল, ঢাকা।

## জনমত

### জনশিক্ষা পরিচালকের দফতরে কর্মচারী নিয়োগ করা হোক

বাংলাদেশ সরকার দেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে ২২টি বেসরকারী কলেজ, ৮৩৪টি বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় এবং [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু জনশিক্ষা পরিচালন দফতরে সেই অনুপাতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। এজন্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কাজে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে কর্মচারীর স্বল্পতা হেতু সময় মতো আর্থিক মঞ্জুরীর আদেশপত্রও পাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ, ঢাকা শহরে মহাহিসাবরক্ষকের আদেশ অনুসারে বিল দাখিলের শেষ তারিখ ছিলো ২৪শে জুন। কিন্তু জনশিক্ষা পরিচালক অনেক প্রতিষ্ঠানে ২৬শে জুন আর্থিক মঞ্জুরীর আদেশপত্র পাঠান। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দূতের মাধ্যমে ২৯/৩০শে জুনেও আর্থিক মঞ্জুরীর আদেশ প্রেরণ করেন। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই স্ব স্ব কার্যপরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও সদস্যদের স্বাক্ষর নিয়ে সময়মতো বিল জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি সন্তোষজনক সমাধানের জন্যে জনশিক্ষা পরিচালক মহোদয়ের সংগে আমরা সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি নাকি এর আগেই এ বিষয়ে সরকারের কাছে ৫/৬ বার লিখেছেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি আমরা ভেবে পাইনা; যেখানে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ বাড়ছে সেখানে কেন বাড়তি কাজের জন্যে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এ দফতরে নাকি বহুপদ শূন্যও রয়েছে।

তাই আমরা আশা করবো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন বিভাগ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন এবং অবিলম্বে শূন্য পদেও বাড়তি কাজের জন্য অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে জনশিক্ষা পরিচালকের দফতরের কাজ দ্রুত সম্পাদন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্ভোগ লাঘব করবেন।

মাহবুবর রহমান,
সদস্য বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি
আফজল হোসেন,
সদস্য মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি,
মওলানা রশীদ আহমদ,
সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি।